উপদেষ্টা
ডঃ খালিদুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
☐ এহসানুল ইসলাম ☐ এম. আবদুল হক
☐ আসিফ মাহমুদ ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ ফারুক আহমেদ ☐ সমর মিত্র
☐ মাসুদুর রহমান ☐ আবুল হোসেন
☐ জহির হোসেন ☐ লীনা ইনাম
☐ রেহানা আখতার ☐ এ মল্লিকা রাজ
☐ জহিরুল করিম ☐ বেলায়েত হোসেন
বিদেশ প্রতিনিধি

ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল	আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন	আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস. বানার্জী	ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক	ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
এন,এম, আমান	সুইডেন
ইকরুল কায়েস	ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান	হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ : আলীম আজিজ
ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২
মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
নাজনীন সামাদ
সালমা ফেরদৌস বীথি
প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২
দাম : প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
মার্চ ১৯৯৪

অন্ধ হলে, প্রলয় বন্ধ থাকবে না

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান তার ২৪ হাজার কোটি টাকার ডাটাএন্ট্রির কাজের একটি অংশ করিয়ে নেবার জন্য বাংলাদেশে এসে দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আনুষ্ঠানিক অভিপ্রায় জ্ঞাপনের দলিল সম্পাদন করেছে। অফুরান কাজ, বিপুল আয় ও কমপিউটারভিত্তিক শিল্পের হাতছানি আজ কল্পনা নয়, বাস্তব। অনিশ্চয়তা ও দুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ এভাবে নতুন সম্ভাবনার দ্বার যখন উন্মোচন করেছে, তখন আমাদের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, ই-মেলের অনুপস্থিতি ও সরকারের গরজের অভাবে এ কাজ ফিরে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আজ তিন বৎসর যাবৎ কমপিউটার জগৎ এবং দেশের অনেক মণীষী নানা কূটতর্কের মধ্যে নিরসভাবে এই সম্ভাবনা ধরার জন্য জাতি ও সরকারকে প্রস্তুতি গ্রহণের যে তাগিদ দিয়ে আসছিল, তার প্রতি বিসিসি, টেলিফোন বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দফতর যদি সামান্যতম মনোযোগ নিবদ্ধ করতো, তা হলে চারকোটি টাকার নয়, চারশ কোটি টাকার কাজ ধরে দশ হাজার তরুণ কাজে বসতে পারতো ৯৪-র এই মার্চ মাসে। কিন্তু আমরা এক বোবা পাষাণের সাথে কথা বলে কাউকেই জাগাতে পারিনি।

আজ দুঃসময়ের বুকফুঁড়ে একটা সুসময়ের উৎসমুখ যখন হাতের নাগালে, তখন আমরা বাংলাদেশের কমপিউটার জ্ঞান ও দক্ষতার সীমিত শক্তি ও সম্পদকে ঐক্যবদ্ধ করে এ দরিদ্র দেশের মেধাসম্পদকে বিশ্বজগতের কর্মে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য একযোগে কাজ করতে সরকার ও সরকারী সংস্থাসমূহকে গজদন্তমিনার ছেড়ে নেমে আসার আহ্বান জানাই। সাথে একথাটি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অন্ধ হলে প্রলয় কারো জন্য বন্ধ থাকে না।

আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইউনিক্স আর অর‍্যাকলের একরোখা জিদ কিংবা ডাটাএন্ট্রি বলে পৃথিবীতে কোন শিল্পের অস্তিত্ব নেই, অথবা কমপিউটার আস্ত শয়তানের বাক্স-এ সকল অন্ধত্ব নিয়ে কমপিউটার কাউন্সিলে তিন তিনজন নির্বাহী পরিচালক জাতির এই সম্ভাবনার দ্বার রোধ করেছেন ও করছেন ১৯৮৫ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত আজও সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারায়নের ৯৫% আবেদন কোন সাড়া ও বিবেচনা না পেয়ে স্তূপীকৃত হচ্ছে সে কাউন্সিলে। অফুরান করণীয় বাকী থাকতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ফিরে যাচ্ছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

শেরে বাংলানগরে আবহাওয়া অফিসের কাছে দেড় একর জায়গা এ কাউন্সিলের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, অর্থপ্রদানের শর্তে। অর্থ ফেরৎ না দিয়ে আংশিকমূল্য পরিশোধের তাগিদ পর্যন্ত অনুভব করছেন না কাউন্সিল প্রভুরা। এ উদাসীনতার বিচার কে করবে! অথচ তাদের দ্বারে মাথাকুটে মরছে মিশো, উচ্ছ্বাস, শিশু রুমান হতে শুরু করে জাতীয় ভাষার আন্তর্জাতিক কোডের অধিকার এবং ইন্টারনেট বা ই-মেলের সুযোগ উন্মোচনের তাগিদ। জাতির অগ্রগমনের বিরুদ্ধে জাতির ব্যর্থ ও অপদার্থ মানসিকতার এমন পীড়ন আমাদের জাতীয় জীবনে এক শোক কারবালার মত নির্মম। একে শাসন করার শক্তি যেন রাজনৈতিক শাসকদের নেই।

৭৬টি কলেজে কমপিউটার সরবরাহের ব্যাপারে যেমন বিপণন বুদ্ধির কাছে হার মেনেছে জাতীয় প্রয়োজন, তেমনি বিপণন বুদ্ধি ও স্বার্থের সংঘাতে ছত্রখান হচ্ছে কমপিউটার রাজ্যের ঐক্য। পরীক্ষার ফলাফল কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে ম্যানুয়েল ধারা রক্ষার সাবধানতা অনুসৃত না হওয়ার ফলে লক্ষলক্ষ ছাত্রছাত্রী বিপদের ঝুঁকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চাতুর্য, পান্ডিত্য, অবহেলা, নীতিনির্ধারণ-সবদিক থেকেই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির রাজ্য যখন বিড়ম্বিত হচ্ছে, তখন আমরা শুভবুদ্ধি ও ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস প্রবল করার আহবান জানাই।

ডাটাএন্ট্রির মূর্ত ও বাস্তব কর্মধারাকে সামনে রেখে বাণিজ্যমন্ত্রী হতে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলকে একটিবার এই জাতীয় দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ এবং বেকারত্বেজড়িত নবীন বংশধরদের সামনে আত্মঘাতি অস্ত্র ও মাদকতার বদলে জীবনতরীর মত তথ্য প্রযুক্তির পেশা উপহার দেবার একটা সুস্থির চিন্তা ও কর্মবাদী স্পৃহার তাগিদ দিই। আশা করি, সরকারের চৈতন্য অন্ততঃ এই মুহূর্তেও উদয় হবে।

কমপিউটার জগৎ-এর সকল সম্মানিত পাঠক, পাঠিকা, লেখক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইলো ঈদ মোবারক।

লেখক সম্পাদক : ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ